আহরণ সম্পর্কিত গুড প্রাকটিস

- মাছ/চিংড়ি আহরণের পূর্বে ক্ষতিকর জীবাণু (সালমোনেলা, ই.কোলাই) ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে;
- আহরণের ২ দিন আগে থেকে খাবার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে;
- আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কর্মী প্রস্তুত রাখতে হবে;
- ভোরে অথবা ঠান্ডা আবহাওয়ায় আহরণ করতে হবে, মাছ ধরে ছায়া মুক্ত স্থানে ছড়িয়ে রাখতে হবে;
- পরিবহণ ব্যবস্থা আগে থেকে ঠিক রাখতে হবে;
- মাছ/চিংড়ি সংরক্ষণে সুপেয় পানি দিয়ে তৈরী বরফ ব্যবহার করতে হবে;
- সরাসরি হাত দিয়ে মাছ হ্যান্ড লিং না করে হ্যান্ড গ্লোভস ব্যবহার করতে হবে;
- আহরিতমাছ/চিংড়ি বরফ ঠান্ডা পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে। আহরণের সাথে সাথে মাছ/চিংড়িতে বরফ দিয়ে সংরক্ষণ ও দ্রুত পরিবহন করতে হবে;
- বরফ পরিবহনে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে;
- সংক্রমণ জনিত রোগক্রান্ত কর্মী মাছের হ্যান্ডলিংয়ের কাজে নিয়োজিত করা যাবে না।

খামারের পরিস্কার ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত গুড প্রাকটিস

- খামার প্রাঙ্গণ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;
- একবার ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি পূনরায় ব্যবহারের পূর্বে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এক খামারের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত না করে অন্য খামারে ব্যবহার করা যাবে না;
- খামারে কর্মচারী ও অন্যান্যদের যথেচ্ছা প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;
- খামারে কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিতে হবে;
- মাছ/চিংড়ি ধরা, রাখা ও পরিবহন কাজে ব্যবহৃত পাত্রগুলিকে ভালভাবে পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে;
- গৃহপালিত পশুপাখির গোবর বা বিষ্ঠা সার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না;
- পুকুর/ঘেরে কর্মরত লোকজনকে ঘের বা পানির উৎস সংলগ্ন এলাকায় মলমূত্র ত্যাগ করতে দেয়া যাবে না।

উপসংহার:

মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন নেতৃত্বের ভূমিকায়। স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বর্তমানে তৃতীয় এবং চাষের মাছ উৎপাদনে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে। তাছাড়া আমাদের বাগদা চিংড়ি জিআই পণ্য। তাই উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির প্রবাহ ধরে রাখার সাথে সাথে তার মাননিয়ন্ত্রণ, নিরাপদতা রক্ষা করা, গুণগত মান নিশ্চিত করা সময়ের দাবী। নিরাপদ মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের বিষয়টি একটা সময় শুরু আহরণোত্তর পরিচর্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে খামারে মাছ/চিংড়ি উৎপাদনে প্রতিটি স্তর এমনকি ব্যবহৃত উপকরণ সমূহের যথাযথ মাননিয়ন্ত্রণ নিরাপদ মাছ ও চিংড়ি প্রক্রিয়ার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সময়ের সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী নিরাপদ খাদ্যের মানদন্ডে ক্রমাগত পরিবর্তন আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় নিরাপদ খাদ্যের মানদন্ড হিসেবে খামারে উৎপাদন পর্যায়ে সকল প্রকার দূষণ রোধে গৃহিত ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, শিশুশ্রম বন্ধ সহ শ্রমিক কল্যাণ যুক্ত হয়েছে। আর এজন্য নিরাপদ মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিত করতে উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন (GAP) বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই।

বিস্তারিত জানতে নিকটস্থ জেলা/উপজেলা মৎস্য দপ্তরে যোগাযোগ করুন

প্রকাশকাল: মার্চ, ২০২৩

প্রচারে-
মৎস্য অধিদপ্তর,
রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন

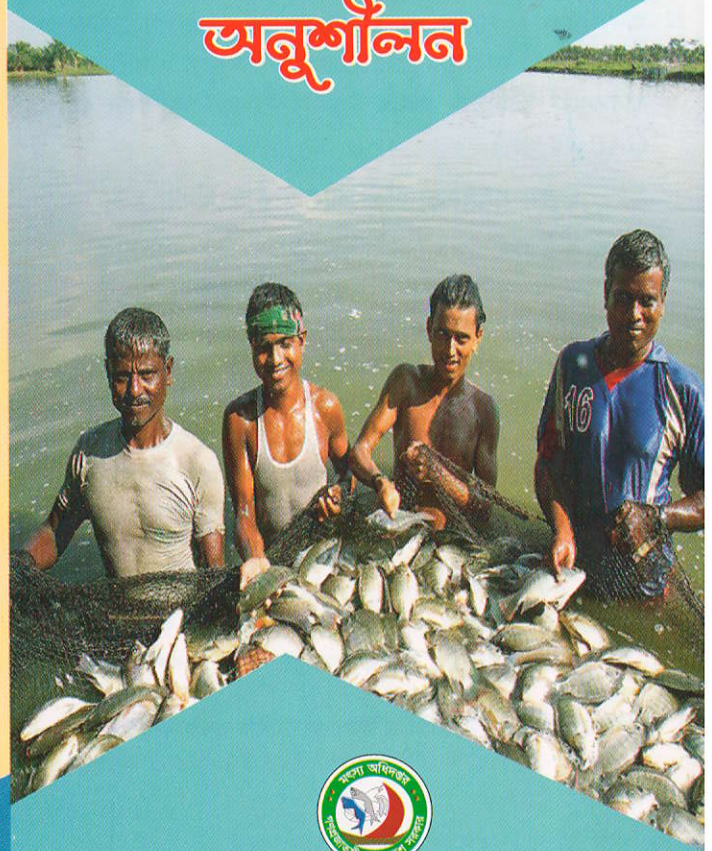

উপপরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর
রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
ddrajshahi@fisheries.gov.bd
ফোন: ০২৫৮-৮৬৩১৮৪
মোবাইল: ০১৭৬৯ ৪৫৯৬৩৫

উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice)

মাছ ও চিংড়ি চাষ পর্যায়ে মাননিয়ন্ত্রণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কৌশল হচ্ছে উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন অর্থাৎ মাছ ও চিংড়ি চাষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নিয়মাবলীকেই উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন বলা হয়। সামগ্রিকভাবে খামার ব্যবস্থাপনা, পোনার মান, খাদ্য ও পানির গুনাগুণ ব্যবস্থাপনা, মাছ ও চিংড়ির আহরণ ও আহরণোত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সবকিছুই থাকবে উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন বা GAP এর অন্তর্ভূক্ত।

উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলনের উদ্দেশ্য

- মাছ ও চিংড়ির গুণগতমান নিশ্চিত করা;
- দেশীয়, অন্তর্জাতিক বাজার ভোক্তা সাধারণের জন্য দূষণ মুক্ত ও নিরাপদ মাছ/চিংড়ি সরবরাহ করা;
- মানবদেহে রোগসৃষ্টি করতে পারে এমন রোগ জীবাণু দ্বারা মাছ ও চিংড়ি যাতে সংক্রমিত না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ক্ষতিকর এন্টিবায়োটিক যেমন- নাইট্রোফুরান, ক্লোরামফেনিকল বা কোন ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদি বা কীটনাশক দ্বারা মাছ/চিংড়ি যাতে দূষিত না হয় তার ব্যবস্থা করা;
- চাষে শুরু থেকে আহরণ ও আহরণোত্তর পরিচর্যা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করা যাতে উৎপাদিত মাছ/চিংড়ি মানব স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

পুকুর/ঘেরে নিরাপদ মাছ/চিংড়ি উৎপাদন বিঘ্নিত হবার কারণ

খামারে বা ঘেরে নিরাপদ মাছ/চিংড়ি উৎপাদন নিম্ন লিখিত কারণে বিঘ্নিত হতে পারে-

- খামারে/ঘেরে রোগাক্রান্ত পোনা/পিএল মজুদ;
- রোগজীবাণু সংক্রমণ ঘটতে পারে এমন কোনো উপাদান যেমন- মানুষের মলমূত্র, গোবর, হাস-মুরগীর বিষ্ঠার ব্যবহার;
- মাছ/চিংড়ি চাষে নিষিদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্যাদি যেমন- ম্যালাকাইট গ্রীন, মিথিলিন-ব্লু, কীটনাশক এবং এন্টিবায়োটিক যেমন- নাইট্রোফুরান, ক্লোরামফেনিকল ইত্যাদি ব্যবহার;
- অনুমোদিত ঔষধ বা রাসায়নিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বা অননুমোদিত ঔষধ বা রাসায়নিকের ব্যবহার;

- পুকুরে/ঘেরে জীবাণুবাহী অবাঞ্ছিত প্রাণী যেমন- কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, বেজি, ভোঁদড় ইত্যাদির প্রবেশ, বিচরণ এবং পুকুর/ঘেরের পাশে গবাদি পশু/হাঁস মুরগী পালন;
- ঘেরে/খামারে ব্যবহৃত চিংড়ি/মৎস্য খাদ্য উপকরণে ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি;
- পুকুর/ঘেরের পানিতে ভারী ধাতু যেমন-জিংক, ক্রোমিয়াম, লেড, মার্কারি, কোবাল্ট, ক্যাডিময়াম ও আর্সেনিক ইত্যাদির পরিমাণ অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশী থাকা;
- পুকুর/ঘেরে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো;
- দূষিত পানিতে কিংবা অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে মাছ/চিংড়ি চাষ ও আহরণ;
- চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ করা;
- অনুমোদিত ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উক্ত ঔষধের অবশেষ নিঃশেষের সময়কাল অনুসরণ না করে মাছ/চিংড়ি আহরণ করা।

মাছ/চিংড়ি চাষিকে সুস্থ সবল ও রোগমুক্ত পোনা/পিএল মজুদ নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে নিম্ন বর্ণিত বিষয়ে গুড প্র্যাকটিস করা অত্যাবশ্যক-

মাছ/চিংড়ির চাষে ব্যবহৃত মাটি ও পানি সম্পর্কিত গুড প্র্যাকটিস

খামার/ঘেরের মাটি ও পানির মানের উপর নির্ভর করছে মাছ/চিংড়ির স্বাস্থ্য, গুণগতমান এবং খাদ্য নিরাপত্তা। তাই-

- বন্যাপ্রবণ, ময়লা-আবর্জনা স্তুপের আশেপাশে খামার/ঘেরের স্থান নির্বাচন করা যাবে না;
- পুকুর/ঘেরের আশে পাশে ঝোঁপঝাড়, জলজ আগাছা যা ক্ষতিকর জীবাণুবাহী প্রাণিকে আকৃষ্ট করতে পারে তা পরিষ্কার করতে হবে;
- পুকুর/ঘেরের পাড়ে বা আশে-পাশে টয়লেট স্থাপন করা যাবে না এবং জলাশয়ে পয়ঃনিষ্কাশন প্রবাহের প্রবেশ বন্ধ করতে হবে, কারণ মলমূত্র ত্যাগ করা হলে বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবাণু যেমন : সালমোনেলা, ইকোলাই ইত্যাদি পানিতে মিশে উৎপাদিত মাছে/চিংড়িতে সংক্রমিত হবে;
- পুকুর/ঘেরে পশুপাখির বিচরণ বন্ধ করতে হবে। কারণ ইঁদুর, ছুঁচো, বেজি, ভোঁদড়, বিভিন্ন পাখি বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবাণু সংক্রমনের ঝুঁকিপূর্ণ উৎস হতে পারে;
- পাশ্ববর্তী নদী, খাল, বিল ও অন্যান্য প্রকৃতিক উৎস থেকে চাষের পুকুর/ঘেরে দূষিত পানি প্রবেশের সম্ভাবনা থাকলে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে;
- কলকারখানা/নর্দমা/গৃহপালিত প্রাণির খামারে দূষিত পানি যাতে খামার/ঘেরে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

খাদ্য সম্পর্কিত যত্ন ও সতর্কতার গুড প্র্যাকটিস

- কেবল নির্ভর যোগ্য উৎস হতে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে হবে, খাদ্যের মান ও নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে মেয়াদ কালিন মজুদকৃত খাবার ব্যবহার করতে হবে;
- খাদ্যে ব্যবহৃত উপকরণের গুণগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং তাতে ক্ষতিকর এন্টিবায়োটিক বা রাসায়নিক পদার্থ নাই মর্মে নিশ্চিত হতে হবে;
- মাছ/চিংড়ির বৃদ্ধির জন্য হরমোন জাতীয় কোন উপাদান খাদ্যে ব্যবহার করা যাবে না;
- পুরানো মেয়াদোত্তীর্ণ, দুর্গন্ধ ও ছত্রাকযুক্ত নিম্নমানের খাবার ব্যবহার করা যাবে না;
- কাঁচা খাবার সরাসরি পুকুর/ঘেরে ব্যবহার করা যাবে না;
- গুদামে খাদ্য সংরক্ষণের সময় ফাস্টইন-ফাস্ট আউট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে;
- পরিষ্কার, শুষ্ক ও ঠান্ডা পরিবেশে পাকা মেঝের প্লাটফর্মের উপর খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে;
- কাজ শেষে অব্যবহৃত উপাদান সমূহ দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে;
- খাদ্য গুদামে জীবাণুবাহী তেলাপোকা, ছুঁচো, ইঁদুর, বেজি, পাখি ইত্যাদি প্রবেশ বন্ধ করতে হবে;
- খাদ্যে কেবল মাত্র অনুমোদিত ঔষধ ব্যবহার করতে হবে;
- আমিষ জাতীয় কাঁচা খাবার ভালভাবে সিদ্ধ করে ব্যবহার করতে হবে;

ঔষধ ব্যবহার সম্পর্কিত গুড প্র্যাকটিস

- কেবল সর্বশেষ উপায় হিসেবে অনুমোদিত ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে;
- ভোক্তার স্বাস্থ্যের উপর ঔষধের ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনের জন্য ঔষধ প্রয়োগ মাত্রা নির্ধারণ এবং অবশেষ নিঃশেষের সময়সীমা (withdrawal period) সর্তকতার সাথে মেনে চলতে হবে;
- ঔষধ সংরক্ষণে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;
- সঠিক ব্যবহার বিধি অনুসরণ করে ঔষধ ব্যবহার করতে হবে, ব্যবহারের সকল পর্যায়ে অনুমোদিত প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করে ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে;
- ঔষধ ব্যবহারের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে;